যুগান্তর

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী

ফাঁস রোধে এবারের পরীক্ষা অঞ্চলভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে

মুসতাক আহমদ

অঞ্চলভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে নেয়া হবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় সমাপনী পরীক্ষা থেকেই এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রশ্ন ফাঁস রোধে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মেছবাহ-উল আলম বুধবার যুগান্তরকে জানান, 'বিগত কয়েক বছর সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ঢাকায় প্রশ্ন ফাঁস হলে পঞ্চগড়ের পরীক্ষাও বাতিল করতে হয়। তাই আমরা আঞ্চলিকভাবে প্রশ্ন করে এ পরীক্ষা নেয়ার কথা ভাবছি। আসন্ন সমাপনী পরীক্ষা এ পদ্ধতিতে নেয়ার চিন্তা রয়েছে।'

২০০৯ সালে দেশে প্রথমবারের মতো এ পরীক্ষা চালু হয়। ওইবছর থেকেই সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেয়া হচ্ছে এ পরীক্ষা। প্রথম বছর প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রতিবছরই এ স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে। সর্বশেষ গতবছর প্রায় ২৭ লাখ ছাত্রছাত্রী এ পরীক্ষায় অংশ নেয়। এবার সমাপনীতে প্রায় ২৯ লাখ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অতিরিক্ত সচিব বুধবার যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করতে চাই। এজন্য এবার প্রশ্নপত্রে নতুনত্ব আনব। এবার এমন ব্যবস্থা করব, যাতে প্রশ্ন ফাঁস না হয়। বিশেষ করে এক স্থানে প্রশ্ন ফাঁস হলে যেন আরেক স্থানের পরীক্ষা আক্রান্ত না হয় সে ব্যবস্থা নেব।'

ওই কর্মকর্তা এ বিষয়ে আরও বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) অধীন সারা দেশে ৭টি বিভাগীয় অফিস আছে। আপাতত এ ৭ বিভাগের জন্য আলাদা প্রশ্ন করে বিভাগীয় পর্যায়ে পরীক্ষা নেয়ার এবারের : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

এবারের : ফাঁস রোধে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত আছে। তবে এটি আরও ছোট পর্যায়ে নেয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সংখ্যার ওপর তা নির্ভর করবে।'

প্রসঙ্গত সমাপনী পরীক্ষার প্রথম বছর প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অভিযোগ ছিল না। কিন্তু পরের পরীক্ষা থেকেই এ অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

আস্তে আস্তে তা বড় আকার ধারণ করে। ২০১৩ সালে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ব্যাপকভাবে উত্থাপিত হয়। ওই ঘটনায় তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। ওই কমিটি নরসিংদীর একটি কোচিং সেন্টার থেকে লিখিত পরীক্ষার ৮০ ভাগ প্রশ্নের সবই ফাঁসের প্রমাণ পায়। এছাড়া ময়মনসিংহে অবস্থিত 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এবং বিভি প্রেসের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কমিটি। বিশেষ করে নেপের একজন কর্মচারীর ময়মনসিংহ শহরে কোচিং সেন্টার আছে। তার বেতনের সঙ্গে সম্পদের কোনো সঙ্গতি খুঁজে পায়নি তদন্ত কমিটি। বিষয়টি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই কর্মচারীকে ময়মনসিংহ থেকে বদলি করে দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা থেমে থাকেনি। ২০১৪ সালে এটা মহামারীর আকার ধারণ করে। প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত হাতে হাতে চলে যায় প্রশ্নপত্র। বিষয়টি অভিভাবকদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। কেননা এতে শিশু বয়সেই শিক্ষার্থীরা অসততা ও অনৈতিকতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে) বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সমাপনী পরীক্ষার ছয়টি বিষয়ের প্রতিটির প্রশ্নপত্রই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল থেকে ফাঁস হয়েছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ফেসবুক ও ই-মেইলকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়াও এ ব্যাপারে কোচিং সেন্টারের ভূমিকার কথাও এসেছে। অঞ্চলভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির একজন কর্মকর্তা জানান, প্রশ্ন ফাঁস রোধে তারা মূলত জেএসসি ও এসএসসির মডেল অনুসরণ করতে চান। গতবছরের জেএসসি পরীক্ষায় মোট ৩২ সেট প্রশ্ন করা হয়। এরপর সেখান থেকে ১৬ সেট নিয়ে ছাপানো হয়। ওই ১৬ সেট আবার লটারি করে ৮ বোর্ডের মধ্যে ভাগ করা হয়। এর ফলে কোন প্রশ্ন কে পেয়েছে, সেটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এ কৌশলের সুফল পাওয়া গেছে। বিগত তিনটি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। এ কারণে তারাও এখন ৭টি বিভাগে আলাদা পরীক্ষা নেবেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা প্রশ্ন ছাপা হবে। পরে তা লটারির মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। এতে প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন বা ছাপা পর্যায়ে কারও হাতে প্রশ্ন থাকলেও তার পক্ষে জানা সম্ভব হবে না কোন বিভাগের প্রশ্ন তিনি পেয়েছেন। এতে প্রশ্ন ফাঁসের আশংকা কমে যাবে। এরপরও ফাঁস হলে তা সারা দেশের ওপর প্রভাব ফেলবে না।

মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবভিত্তিক ও ইতিবাচক বলে মনে করেন মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা। বরিশালের বাকেরগঞ্জের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও) শফিউল আলম যুগান্তরকে বলেন, সমাপনী পরীক্ষার মূল আবেদনটা মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে। আমরা মেধাবৃত্তি দিয়ে থাকি উপজেলা আর ইউনিয়নভিত্তিক। ট্যালেন্টপুল বৃত্তি উপজেলা আর সাধারণ বৃত্তি ইউনিয়নভিত্তিক হয়। সুতরাং সরকার যদি এ পরীক্ষা উপজেলাভিত্তিকও নেয়, তাহলেও সমস্যা হবে না। এ কর্মকর্তা আরও বলেন, বিভাগীয় পর্যায়ে পরীক্ষা নেয়া হলে প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাবনা কমবে।